



শিক্ষাঙ্গন

যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চাই

আমাদের দেশে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার অভাব নেই। কিন্তু এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যানুপাতে শিক্ষার হার আশানুরূপ নয়। উপরন্তু আমাদের সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে ভবিষ্যৎ নাগরিকগণ প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে পারে না। এ শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু সার্টিফিকেট অর্জনের জন্যেই। তাই দেখা যায়, আমাদের তরুণ সমাজ এই সার্টিফিকেট লাভের পর চাকুরীর জন্য হাপিতোস হয়ে ঘুরছে। চাকুরী পাওয়া ছাড়া তাদের সম্মুখে যেন আর কোন পথ খোলা নেই। তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন

করে তাকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। নৈতিকতাহীন শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ ও জাতির কোন উপকারেই আসে না। অপরদিকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সুযোগ বিদ্যমান তা পর্যাপ্ত নয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণে সমাজের বর্তমান উপযোগী সুসম ও সুন্দর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করতে হবে। অনেকেই দেশের দরিদ্র অবস্থার জন্য নিরক্ষরতাকে দায়ী করে থাকেন এবং তা দূর করার জন্য জোর অভিজ্ঞান চালানোর আহ্বান জানান। কিন্তু দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, আমাদের মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি শেখানো হচ্ছে? কি ধরনের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিশিয়ান ও কৃষিবিদ

তৈরী করছে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো? একদিকে বছর বছর শিক্ষিত ডিগ্রীধারী বের হচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু অপরদিকে দেশে দরিদ্রের সংখ্যা বেড়েই চলেছে? আমাদের পাঠ্যসূচী যুগোপযোগী নয়। দেশ সম্বন্ধে তেমন কোন আগ্রহই সৃষ্টি করে না। এ পাঠ্যসূচী অনুযায়ী শিক্ষিত একজন ছাত্র কিংবা ছাত্রীর মনে। দেশকে আত্মনির্ভরশীল ও স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য উৎসুক ও আকাঙ্ক্ষা জাগায় না এ পাঠ্যসূচী। মোটকথা, আমাদের এ শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি গণমুখী সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা পরিণত করতে হবে। গণমুখী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সবার জন্য শিক্ষা

বিভিন্নখণ্ডউৎপাদন খাতের সঙ্গে সমৃদ্ধিপূর্ণ শিক্ষা। যার মাধ্যমে দূরীভূত হতে পারে আজকের নিরক্ষরতা, বেকারত্ব এবং অধিক উৎপাদনের পথ হতে পারে প্রশস্ত। এর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুরাপুরিভাবে সরকারীকরণ করা আবশ্যিক। সেই সাথে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা প্রয়োজন। যুগোপযোগী শিক্ষা প্রণীত হলে এবং তা যথাযথ কার্যকর করতে পারলে ভবিষ্যতে আমাদের দেশ, তথা জাতি একটি পূর্ণাঙ্গ ও শিক্ষিত জাতিতে পরিণত হবে তা একরকম নিশ্চিত করেই বলা যায়।

—এম. এ. আজিজ